বন্দরে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

পণ্য হ্যান্ডলিং

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন ১৬টি স্থলবন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের হ্যান্ডলিং (ইকুইপমেন্ট ও ম্যানুয়ালি) সেবা প্রদান করা হয়। পণ্যবাহী ট্রাক হতে বন্দরের শেড/ইয়ার্ডে আনলোড, শেড/ইয়ার্ড হতে দেশীয় ট্রাকে লোড এবং ট্রাক টু ট্রাক ট্রান্সশিপমেন্ট করা হয়। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত স্থলবন্দরভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান নিম্নে চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

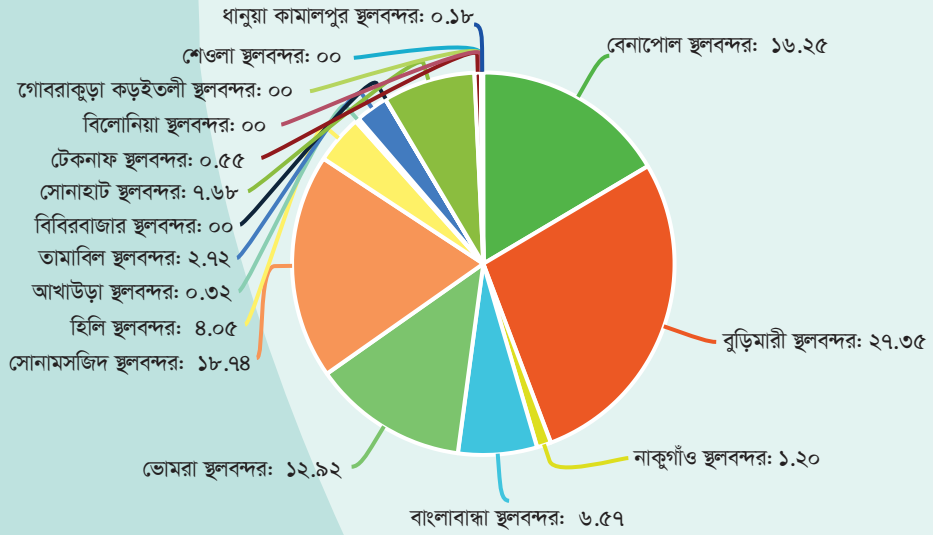

আমদানি - রপ্তানি

স্থলপথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন চালুকৃত ১৪টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমার এর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশি দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজতর ও উন্নততর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান নিম্নে চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

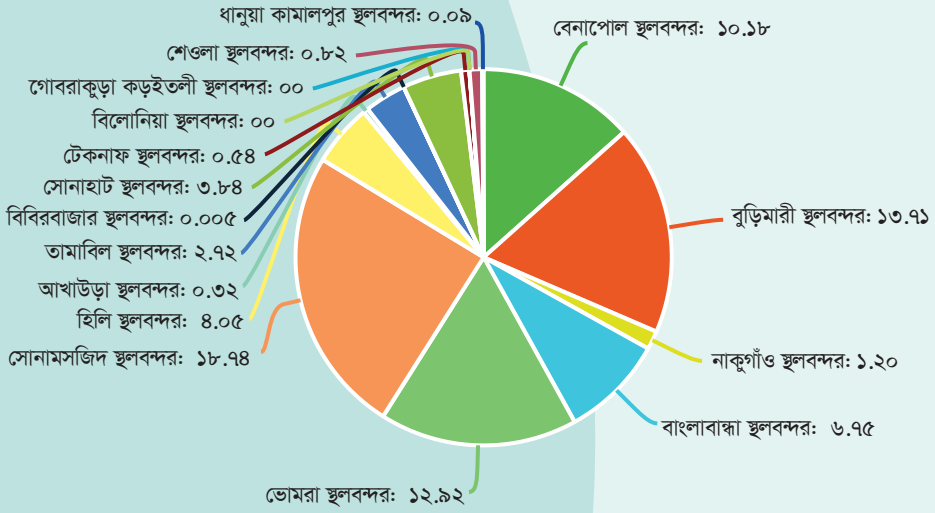

রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

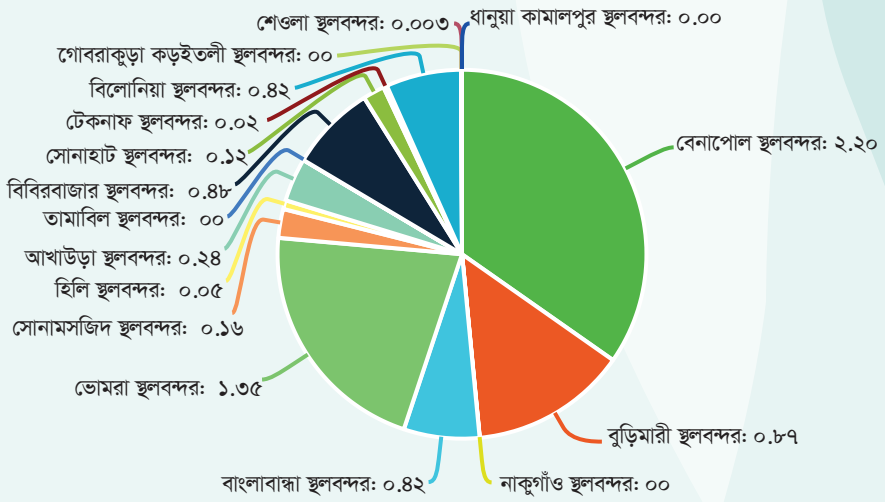

আয়ের বিবরণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজতর ও উন্নততর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের স্থলবন্দরভিত্তিক আয়ের পরিসংখ্যান চিত্রে নিম্নরূপ :

আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়):

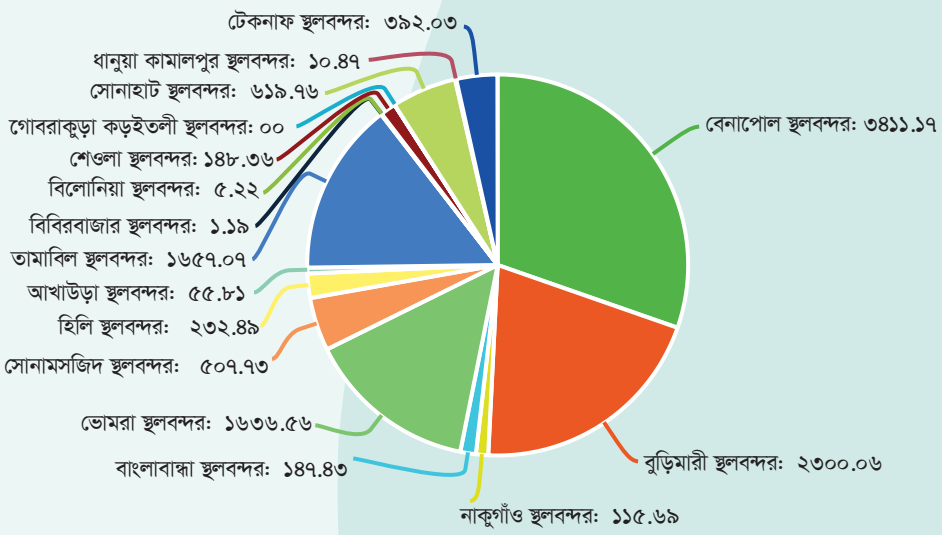

যাত্রী গমনাগমন

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা, শিক্ষা সেবাপ্রত্যাশী যাত্রীগণকে সেবা প্রদান করা হয়। চালুকৃত ১৫টি স্থলবন্দরের মধ্যে সোনাহাট ও গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ প্রতিবেশি দেশসমূহে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে বেনাপোলসহ বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, উন্নত টয়লেট, বিনোদন ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রমান্বয়ে সকল স্থলবন্দরে যাত্রীসেবা সুবিধাদি উন্নয়ন করা হবে।

জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত বন্দরভিত্তিক যাত্রী গমনাগমন (সংখ্যা)

ক্রম	বন্দরের নাম	যাত্রী গমনাগমন (জন)		মোট	মন্তব্য
		বহির্গমন	আগমন		
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	৫৫৫৪৩১	৫২৫০৮৪	১০৮০৫১৫	যাত্রীদের অবস্থান, নিরাপত্তা, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং টয়লেট সুবিধা রয়েছে।
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	৫১৬১৭	৪৭৫০১	৯৯১১৮	
৩.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৩৬৩০	৩৪৯৫	৭১২৫	
৪.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	১৯৪৩৮	২০৭৬৩	৪০২০১	
৫.	ভোমরা স্থলবন্দর	১০১৮৯২	১০৪০১৯	২০৫৯১১	
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	২৫৩৫৮	২৬০৬১	৫১৪১৯	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের বাইরে সম্পন্ন হয় বিধায় যাত্রী ফি আদায় করা হয় না।
৭.	হিলি স্থলবন্দর	৫৮৪২৫	৫৬৯৭৭	১১৫৪০২	
৮.	আখাউড়া স্থলবন্দর	৮৬৪৬৩	৮১৩৯৩	১৬৭৮৫৬	
৯.	তামাবিল স্থলবন্দর	৩৬৬৮	৩৫১৫	৭১৮৩	
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	২৩৭৬২	২৩০২৮	৪৬৭৯০	
১১.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	৩৬৪৬	৩৫৭৫	৭২২১	
১২.	শেওলা স্থলবন্দর	৬২৭	৬৫৩	১২৮০	
১৩.	গোবরাকুড়া কড়ইতলী স্থলবন্দর	০০	০০	০০	ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু নেই।
১৪.	সোনাহাট স্থলবন্দর	০০	০০	০০	
১৫.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর	০০	০০	০০	
১৬.	টেকনাফ স্থলবন্দর	০০	০০	০০	রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য নভেম্বর-২০১৬ মাস হতে যাত্রী গমনাগমন বন্ধ রয়েছে।
	মোট=	৯,৩৩,৯৫৭	৮,৯৬,০৬৪	১৮,৩০,০২১	

বেনাপোল স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল